প্রথম আলো

তারিখ ..27.DEC.2017...
পৃষ্ঠা ...২... কলাম ...৬...

এবার আন্দোলনে নন-এমপিওভুক্ত শিক্ষকেরা

নিজস্ব প্রতিবেদক ●

জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে শিক্ষক-কর্মচারীদের অবস্থান কর্মসূচির এক পাশে মলিন মুখে বসে ছিলেন মধ্যবয়সী এক ব্যক্তি। সঙ্গে একটি ব্যাগ। নাম তপন কুমার মণ্ডল। খুলনার দাকোপের তালুকদার আখতার ফারুক মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক তিনি।

২০০২ সালে নিয়োগ পেয়েছেন তপন মণ্ডল। কিন্তু এত দিনেও বিদ্যালয়টি এমপিওভুক্ত না হওয়ায় সরকারের কাছ থেকে বেতন-ভাতা পান না। বিয়ে করেছেন। আড়াই বছরের একটি সন্তান আছে।

সংসার চলে কেমনে? বললেন, 'এর ব্যাখ্যা দিতে পারব না। তবে সোমবার (বড়দিন উপলক্ষে বিদ্যালয় ছুটি ছিল) সারা দিন কৃষিকাজ করে সন্ধ্যায় ঢাকার উদ্দেশে রওনা দিয়ে সকালে পৌঁছেছি।'

তপন কুমার মণ্ডলের মতো সারা দেশের অসংখ্য শিক্ষক জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে লাগাতার অবস্থান কর্মসূচিতে অংশ নিয়েছেন। নন-এমপিও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান শিক্ষক-কর্মচারী ফেডারেশনের ডাকে এই কর্মসূচি পালিত হচ্ছে। তাঁদের দাবি সরকারস্বীকৃত সব মাধ্যমিক বিদ্যালয়, কলেজ, মাদ্রাসা ও কারিগরি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এমপিওভুক্ত করতে হবে।

যেসব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষক-কর্মচারীদের মাসে বেতন-ভাতা বাবদ সরকারি অংশ দেওয়া হয়, সেগুলোকে এমপিওভুক্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বলা হয়। আর যেগুলো এমপিওভুক্ত নয়, সেগুলোর শিক্ষক-কর্মচারীরা সরকার থেকে কোনো আর্থিক সুবিধা পান না। এগুলোকে সংক্ষেপে নন-এমপিও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বলা হয়। নিয়মানুযায়ী প্রথমে প্রতিষ্ঠানকে

আন্দোলনে নন-এমপিওভুক্ত শিক্ষকেরা

প্রথম পৃষ্ঠার পর

এমপিওভুক্ত করা হয়। পরে প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক-কর্মচারীদের এমপিওভুক্ত করা হয়। এমপিওভুক্ত শিক্ষক-কর্মচারীরা সরকার থেকে মূল বেতন ছাড়াও কিছু ভাতা পান।

বর্তমানে দেশে এমপিওভুক্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান আছে প্রায় সাড়ে ২৬ হাজার। এগুলোতে শিক্ষক-কর্মচারী ৪ লাখের বেশি। এর বাইরে স্বীকৃতিপ্রাপ্ত হলেও নন-এমপিওভুক্ত প্রতিষ্ঠান আছে ৫ হাজার ২৪২টি। এগুলোতে শিক্ষক-কর্মচারীর সংখ্যা ৭৫ হাজার থেকে ৮০ হাজার। সর্বশেষ ২০১০ সালে ১ হাজার ৬২৪টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এমপিওভুক্ত করা হয়েছিল। ব্যাপক কাটাছেঁড়ার পর তখন এমপিওভুক্ত করা হয়েছিল। এ নিয়ে তখন শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদের সঙ্গে প্রধানমন্ত্রীর তৎকালীন শিক্ষাবিষয়ক উপদেষ্টা আলাউদ্দিন আহমেদের দ্বন্দ্ব প্রকাশ্যে রূপ নেয়। এরপর আর কোনো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এমপিওভুক্ত হয়নি।

তখন থেকেই নন-এমপিও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষক-কর্মচারীরা এমপিওভুক্তির দাবিতে আন্দোলন করে আসছেন। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এমপিওভুক্ত করার জন্য সাংসদদের পক্ষ থেকেও চাপ আছে।

শিক্ষা মন্ত্রণালয় সূত্র জানিয়েছে, এমপিওভুক্তির প্রয়োজনীয়তা এবং কীভাবে এমপিওভুক্ত করা যায়, সেই বিষয়টি যাচাই-বাছাই করা হচ্ছে। তবে এখন পর্যন্ত ইতিবাচক সিদ্ধান্ত হয়নি। মন্ত্রণালয়ের একাধিক কর্মকর্তা বলেন, জাতীয় নির্বাচন সামনে রেখে আগামী বছর শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এমপিওভুক্ত করা হতে পারে।

জাতীয় প্রেসক্লাবে আন্দোলনকারী শিক্ষক-কর্মচারীরা বলেছেন, সরকারের পক্ষ থেকে বিভিন্ন সময় দাবি পূরণের আশ্বাস দেওয়া হলেও তা পূরণ হয়নি। এ জন্যই তাঁরা এখন লাগাতার কর্মসূচি শুরু করেছেন। আন্দোলনকারী 'নন-এমপিও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান শিক্ষক কর্মচারী ফেডারেশন'-এর ভারপ্রাপ্ত সভাপতি গোলাম মাহমুদুন্নবী *প্রথম আলোকে* বলেন, অনেক শিক্ষক দীর্ঘদিন ধরে বিনা বেতনে চাকরি করছেন। ফলে ওই সব শিক্ষক মানবেতর জীবন যাপন করছেন। এখন ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে গেছে। তিনি বলেন, এখন অবস্থান কর্মসূচি শুরু হলেও পরে তা লাগাতার অনশনে রূপ নিতে পারে।

গতকাল মঙ্গলবার বেলা ১১টায় জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে এই কর্মসূচি শুরু হয়। বিকেল চারটা পর্যন্ত এই প্রতিবেদক সেখানে উপস্থিত থেকে দেখেছেন প্রেসক্লাবের সামনের ফুটপাত থেকে শুরু করে রাস্তার অনেকটা জুড়ে বসে অবস্থান কর্মসূচি পালন করছেন শিক্ষক-কর্মচারীরা। দাবির সমর্থনে তাঁরা বারবার স্লোগান দিচ্ছিলেন। পাশাপাশি চলছিল বক্তৃতা। কোনো কোনো শিক্ষক গান গেয়েও দাবি তুলে ধরেন।

ঝালকাঠির নলছিটির মাওলানা গোলাম মোস্তফা খান মহিলা কলেজের প্রভাষক শাহ আলম সরদার বলেন, ২০১০ সাল থেকে তিনি এই কলেজে প্রভাষক হিসেবে আছেন। প্রায় ৩০০ ছাত্রীর প্রতিষ্ঠানটিতে তাঁর মতো কর্মরত শিক্ষক আছেন ১৯ জন। কিন্তু কেউ সরকার থেকে বেতন-ভাতা পান না। তাঁর ভাষায় 'বাবার হোটেলে আছি'। তিনি বলেন, এবার দাবি পূরণ ছাড়া বাড়ি যাবেন না।

গতকাল বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির নেতা রুহিন হোসেন ও বাসদ নেতা রাজেকুজ্জামান অবস্থানস্থলে গিয়ে সংহতি জানান।

প্রাথমিক শিক্ষকদের দাবি প্রসঙ্গ

বেতন স্কেলের বৈষম্য কমানোর দাবিতে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত সহকারী শিক্ষকদের আমরণ অনশন ভাঙার ঠিক এক দিন পরই গতকাল লাগাতার কর্মসূচি শুরু করলেন নন-এমপিওভুক্ত শিক্ষক-কর্মচারীরা। ২৩ ডিসেম্বর থেকে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে আমরণ অনশন শুরু করেছিলেন সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত সহকারী শিক্ষকেরা। তিন দিনের মাথায় গত সোমবার সন্ধ্যায় প্রাথমিক ও গণশিক্ষামন্ত্রী মোস্তাফিজুর রহমান শহীদ মিনারে গিয়ে শিক্ষকদের উদ্দেশে বক্তৃতা দিয়ে নেতৃস্থানীয় কয়েকজন শিক্ষককে পানি পান করিয়ে অনশন ভাঙান। তবে সরাসরি দাবি পূরণের ঘোষণা না আসায় হতাশ ও ক্ষুব্ধ মন নিয়ে বাড়ি ফেরেন শিক্ষকেরা।

এ বিষয়ে প্রাথমিক ও গণশিক্ষামন্ত্রী মোস্তাফিজুর রহমান গতকাল সচিবালয়ে সাংবাদিকদের বলেছেন, এ বিষয়ে শিক্ষকনেতাদের সঙ্গে চলতি সপ্তাহে আলোচনায় বসবে মন্ত্রণালয়। শিক্ষকদের দাবির যৌক্তিকতা বুঝতে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালককে আলোচনায় বসার উদ্যোগ নিতে বলা হয়েছে। এ জন্য শিক্ষকদের একটি প্রতিনিধিদল ঠিক করতে বলা হয়েছে।

মন্ত্রী আবারও বলেন, আলোচনার টেবিলে যদি দেখা যায় তাঁদের (শিক্ষক) দাবি যৌক্তিক, তাহলে মেনে নেওয়া হবে। তিনি মনে করিয়ে দেন, বেতন গ্রেড উন্নীত করার সঙ্গে অর্থ এবং জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় জড়িত।